كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ

وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

শরীয়তের দৃষ্টিতে

ঈসালে সওয়াব

pdf By Syed Mostafa Sakib

আলিমা আরিফা বিল্লাহ

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ

وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

শরীয়তের দৃষ্টিতে

ঈসালে সওয়াব

আলিমা আরিফা বিল্লাহ

[০১]

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাবা আদম (আঃ) ও মা হাওয়া (আঃ)
থেকে শুরু করে ৫০ জন নূরে মুহাম্মদীর
আমানতদার পিতা-মাতা ও
পৃথিবীর তাবৎ ওয়ালিদাইনের
এবং
মরহুম উবায়দুন নূর সিদ্দিকী
মরহুম আখতারুন্নেসা
মরহুম বেগম রুনু সিদ্দিকীর
ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও এবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব-ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাদেরকে উহ শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা। তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বলঃ হে পালনকর্তা তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন। [সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত- ২৩/২৪]

এ আয়াতটি যখনই তেলাওয়াত করি শিউরে উঠি ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কত কষ্টই না দিয়েছি মা-বাবাকে। মায়ের অসুস্থতার সময়টাতে মাকে যেন সন্তানের মতোই পেয়েছিলাম। আজ মা-বাবাকে হারিয়ে নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে অসহায় মনে হয়, এ অসহায়ত্ব কোনদিন ঘুচবার নয়। আবার ভাবি দোজাহানের বাদশাহ নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতিম ছিলেন।

একদিন এশার নামাযের সময় তাজেদারে মাদীনা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাঁর হুজরা মোবারক থেকে মাসজিদে নববীতে তাশরীফ নিয়ে আসলেন,সাহাবায়ে কেরাম নবী করিম

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দীদার লাভ করে খুশি হয়ে উঠলেন ঠিক তখনই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আম্মাজানের কথা স্বরণ করে ইরশাদ করলেন,হায় আজকে যদি আমার আম্মাজান থাকতেন আর আমি এখন ইশার নামাজ পড়াতাম এর মধ্যে যদি তিনি আমাকে ডাকতেন তবে আমি নামাজ ছেড়ে তার খেদমাতে হাজির হয়ে যেতাম।

নিজেকে শান্ত করি,আমার সবরে আজ সুন্নাতে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুঘ্রাণ পাওয়া যায় এ আমার পরম পাওয়া। আল্হামদুলিল্লাহ,হে আল্লাহ আমাদেরকে সবর করার তাওফিক দাও। হে রাব্বে কারিম তোমার পাক দরবারে আমাদের মা-বাবার মাগফিরাতের জন্যে এ বইটি তুমি কবুল করো। আমিন বি হুরমাতি সাইয়্যেদিল মুরসালিন।

আরজ গুজার

খুরশীদ জাহান সিদ্দিকী
আফসার জাহান সিদ্দিকী
গুলেরানা সিদ্দিকী

ইসলাম ফিতরাতের ধর্ম। একথার অর্থ হচ্ছে ইসলামের প্রতিটি বিষয়ই মানুষের স্বভাব ও রুচির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তায়ালা তার সর্বশেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে কল্যানকামী করেই সৃষ্টি করেছেন। কোন ব্যাপারেই মানুষের উপর কঠোরতা আরোপ করেননি। মানুষের জন্য সহজাত এবং কল্যানকর বিধানের পরিপূর্ণতার নামই হচ্ছে ইসলাম। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন প্রত্যেকটি বিষয়ে আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনুল কারীমে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সে তার মহান প্রভু আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের প্রত্যেকটি পবিত্র কালামকে নিঃসংকোচে মেনে নেবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার হুকুমের সামনে "কিন্তু, কেন, কিভাবে" এ জাতীয় প্রশ্ন তৈরি করবেনা। এটাই প্রকৃত ঈমানদারদের লক্ষণ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলেন, আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এসবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর বোধশক্তি সম্পন্নরা ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করেনা। [সূরা আল-ইমরানঃ আয়াত -৭]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের সত্যকে উপলব্ধি করার, অন্তরে ধারণ করার, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার কাজে কবুল করুন। তেমনি একটি সত্য বিধানের নাম হচ্ছে ঈসালে সাওয়াব। কুরআন-হাদিস সমর্থিত "ঈসালে সওয়াব"

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার একটি বড় নেয়ামত। এ বিষয়ে পবিত্র শরীয়তের নির্দেশনা খুবই সুস্পষ্ট। মুসলিম মানে সর্বাবস্থায় শরীয়তের নির্দেশনার সামনে আত্মসর্মপনকারী। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে নামধারী কিছু মুসলিম শরীয়তের বিধান কে অস্বীকার করতেও কুণ্ঠাবোধ করেনা। যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ

সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে কোরআনের মধ্যকার রূপক আয়াতগুলোর ফিৎনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে। [সূরা আল-ইমরানঃ আয়াত-৭]

যাদের অন্তরে কুটিলতা আছে কেবল তারাই ঈসালে সওয়াব কে অস্বীকার করে। মানুষ বড়ই আজব! দুনিয়ার সম্পদের ব্যাপারে যদিও তাদের বারবার সাবধান করা হয়েছে, সুদ খেয়োনা, ঘুষ খেয়োনা, অবৈধ সম্পদের মোহে পড়ো না। স্পষ্ট ঘোষিত এসব হারাম থেকে সে কোনভাবেই পরহেয করছে না দুনিয়া লাভের জন্যে শয়তানের পিছে পরে আছে কিন্তু যখনই তাদেরকে সওয়াব লাভের জন্যে পরকালের লাভের বানী শোনানো হয় তখনই তারা এ ব্যাপারে ফিতনা সৃষ্টি করে। তান্মধ্যে জঘন্য একটি ফিতনা হচ্ছে লাশ কে সামনে রেখে মৃতের প্রতি কর্তব্য বিষয়ে সৃষ্ট কোন্দল। এটা এমন একটি ফিতনা যার দরূন সন্তান তার মৃত মা-বাবার নাফরমানি করছে, যে যুবক তার মায়ের সামনে মারা যাচ্ছে সে বড়ই সৌভাগ্যবান হতো যদি মায়ের পক্ষ থেকে সওয়াব ঈসাল করা হতো কিন্তু সে বঞ্চিত হচ্ছে, স্বামী/স্ত্রী তার মৃত সঙ্গীর অধিকার আদায়ে নিরুৎসাহিত হচ্ছে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তি তার মৃত প্রিয়জনদের বঞ্চিত করছে। অথচ যদি আমরা কুরআনমুখী হই, হাদীসের আলোকে সত্য উপলব্ধি করি তবে সত্যিই ঈসালে সওয়াব নিয়ে ফিতনার অবসান ঘটে। আল্লাহ পাকের দরবারে ফরিয়াদ তিনি যেন আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে সত্যকে উপলব্ধি করার তাওফিক দান করেন। ঈসালে সাওয়াব সর্ম্পকিত কোরআন-হাদিসের নির্দেশনা যেন আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করতে পারি, এ বিষয়ে সত্য জ্ঞান যেন আমাদের অন্তরের অন্ধকার বিদূরিত করে। আমিন! ইয়া রাব্বাল আ'লামীইন।

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لَنَا حِكْمَتَكَ وَ انْشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ. اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَ عَمَلاً مُتَقَبَّلاً وَ رِزْقًا وَاسِعًا حَلاَلاً طَيِّبًا يَا فَتَّاحُ يَا عَلِيْمُ نَوِّرْ لَنَا قُلُوْبَنَا بِنُوْرِ مَعْرِفَتِكَ وَ افْتَحْ لَنَا فُتُوْحَ الْعَارِفِيْنَ. اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنَا مِنَ الْعُلُوْمِ فَارْدُدْهُ عِنْدَ حَاجَتِنَا إِلَيْهِ. اَللّٰهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَ ارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَ أَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَ ارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ.

ঈসালে সাওয়াব কিঃ

ঈসালে সাওয়াব অর্থ সওয়াব পৌছানো। ঈসালে সাওয়াব এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোন মানুষ তার নেক আমলের সাওয়াবে অন্যকে অর্ন্তভুক্ত করা। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, যে কোন আমল কবুলিয়াতের জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে নিয়্যত। হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, প্রত্যেক কাজই নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। তাই যে কোন নেক আমল করার পূর্বে নিয়্যত হবে আমি শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্যে এ কাজটি করছি এবং এ আমলটি করতে পারার জন্য

আল্লাহর করুণা প্রার্থনা করে কাজটি শুরু করতে হবে। সবশেষে আমলটি করতে পারার জন্যে আল্লাহর দরবাবে শুকরিয়া আদায় করতে হবে, আল্লাহ পাকের রহমতের উপর শতভাগ বিশ্বাস রাখতে হবে তিনি সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার অসীম দয়ার বরকতে আমার এ আমলের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে আমাকে কবুল করেছেন এবং এ আমলের বিনিময়ে যে সাওয়াবের প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা তিনি আমাকে দান করেছেন। এ আমলের কারণে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে রহমাত ও সওয়াব পেয়েছি তা জীবিত কিংবা মৃত কোনো ব্যক্তিকে দান করাই হচ্ছে ঈসালে সাওয়াব। এটাতো রাহমানুর রাহিম আল্লাহ পাকের শান যে, তিনি যখন কোন বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান তাকে রহমত দান করেন তখন বান্দাহ চাইলে তার প্রিয় মানুষদেরকেও তার এ খুশির অংশীদার করতে পারে এতে তার সওয়াবে কোনরূপ কমতি করা হয়না বরং আল্লাহ জাল্লাজালালুহুর দয়ার উপর সর্বোত্তম বিশ্বাস এটাই যে কোন মানুষ যখন নিজের আমলের সওয়াব এবং আল্লাহর রহমতকে মা-বাবা অথবা মুমিন বান্দাকে অর্ন্তভুক্ত করে নেয় তখন আল্লাহ তায়ালা বান্দার এগুণে খুশি হয়ে তার এ সওয়াবে বেহিসাব বরকত দান করেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, তোমরা জমিনের বাসিন্দাদের দয়া করো আসমানের অধিপতি আল্লাহ তোমাদের দয়া করবেন। তুমি যতক্ষণ তোমার ভাইকে দয়া করো আল্লাহ ততক্ষণ তোমাকে দয়া করতে থাকেন।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ করো যা আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে এখন তোমরা তার অনুগ্রহে ভাই ভাই হয়েছ। সূরা আল-ইমরান, আয়াতা- ১০৩

এই পারস্পরিক কল্যানকামিতা, মুহাব্বাত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনাই হচ্ছে ঈসালে সাওয়াবের মূল ভিত্তি। ঈসালে সাওয়াবের বিধান উম্মাতে মুসলিমার জন্যে আল্লাহ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ একটি নেয়ামাতের নাম। ঈসালে সওয়াবের মাধ্যমে পারস্পরিক দায়িত্ববোধের চর্চা হয়, মানুষের অন্তরের হিংসা বিদূরিত হয় তেমনি কাল কিয়ামতের ময়দানে মিজানের পাল্লায় মানুষ নিজে যে গুনাহ করেছে তা তোলা হবে কিন্তু সওয়াবের পাল্লায় শুধু তার কৃত আমলই নয় বরং অন্য বান্দাহরা তার জন্য যে সাওয়াব ঈসাল করেছে তাও তোলা হবে যা গুনাহর তুলনায় অনেক বেশী ভারী হবে ঈনশা-আল্লাহ! এমনকি অন্যের দোয়া এবং ঈসালে সাওয়াবের কারণে আল্লাহ তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মাত হলো উম্মাতে মারহুমা (যাদেরকে বিশেষভাবে করুণা করা হয়েছে)। তারা নিজেদের গুনাহসমূহ নিয়ে কবরে প্রবেশ করবে কিন্তু যখন কবর থেকে উঠবে তখন একটি গুনাহও তাদের থাকবে না। আর তা এ কারণে যে, তাদের পরে জীবিত মুমিনগণ তাদের জন্য দোয়া এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে। [ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রঃ) এর শরহুস সুদূর; পৃ:১২৮]

pdf By Syed Mostafa Sakib

এটা আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ নয়তো কি? একজনের আমল দ্বারা কি করে অন্যজন উপকৃত হবে? এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এটাও মহামহিম আল্লাহরই ইচ্ছা কে কার জন্য দোয়া করবে এবং সওয়াব ঈসাল করবে। আল্লাহ যাকে পছন্দ করবেন তাকেই সে সৌভাগ্য দান করবেন। যে তার জীবনে আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট ছিলনা, যে তার জীবনে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেনি সে অবশ্যই এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবে। যার জন্য ঈসালে সাওয়াব হচ্ছে এবং যে ঈসালে সওয়াব করছে দু'জনই আল্লাহর পছন্দনীয় বান্দা। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

তারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্বে আমাদের যে সকল ভাইয়েরা ঈমানের সাথে গত হয়ে গেছেন তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের মনে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়। সূরা হাশরঃ আয়াত- ১০

আলোচ্য আয়াতে সাহাবায়ে কেরাম তাদের পূর্ববর্তী মুসলমানদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করছেন যারা তাদের পূর্বে ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের এ মহান আমলটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে এবং উম্মাতে মুসলিমার অনুসরণের জন্যে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের দাগ দেয়া অংশে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মৃতদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া না করাকে বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ

বলেছেন, যা অত্যন্ত ঘৃণিত। এটাতো মহাসৌভাগ্যের ব্যাপার যে কেউ তার নেক আমলে অন্যকে অর্ন্তভুক্ত করছে। আর সৌভাগ্য দানের মালিক তো একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত। আমাদের স্বল্পজ্ঞানে আল্লাহর অসীম করুণার পরিমাপ করা, তার রহমতে সন্দিহান হওয়া কুফুরী। সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে আল্লাহর রহমত হাসিলের।

একজনের আমলের সাওয়াব অন্যকে অর্ন্তভুক্ত করা যায় কিনাঃ

এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ! একজনের আমলের সাওয়াব আমলকারী ব্যক্তির সাথে অন্য ব্যক্তি ও পেতে পারে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে, শিক্ষা করবে ও তদানুযায়ী আমল করবে, তার পিতা-মাতাকে দুটি পোষাক পরিধান করানো হবে, যা দুনিয়ার সকল বস্তু চেয়ে অধিক মূল্যবান। তারা বলবে কোন আমলের কারণে আমাদেরকে এত মূল্যবান পোষাক পরানো হয়েছে? বলা হবে, তোমাদের সন্তানের কুরআন গ্রহন করার কারণে। [হাকেম]

আলোচ্য হাদিসে কারিমে বলা হয়েছে সন্তানের আমলের কারণে মা-বাবা পুরস্কৃত হবে। একইভাবে আল্লাহ পাক ঘোষনা দিচ্ছেন ঈমানদার মা-বাবার আমলের কারণে তাদের সন্তানদেরকেও তাদের সাথে জান্নাতে মিলিত করা হবে কিন্তু মা-বাবার সওয়াব থেকে কোন কমতি করা হবেনা। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে,

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ

pdf By Syed Mostafa Sakib

যারা ঈমানদার এবং যাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল থেকে বিন্দুমাত্র কম করা হবেনা। [সূরা তুরঃ আয়াত ২১]

কিন্তু এই ভাবনাটা অনর্থক যে, মা-বাবার হকের কারণেই তারা সন্তানের আমলের অংশ পাবে। সওয়াব পাওয়ার বিষয়টা আল্লাহর রহমতের সাথে সর্ম্পকিত শুধু সর্ম্পকের সাথে নয়। যেমনঃ হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً

যে ব্যক্তি কাউকে হেদায়াতের পথে আহবান করে তবে তার জন্য রয়েছে অনুসরণকারীর সমপরিমাণ সওয়াব কিন্তু তার সওয়াব থেকে কোন কিছুই কম করা হবেনা। [সহীহ মুসলিমঃ ৪৮৩১]

এ হাদিস শরীফে দেখা যাচ্ছে, কেউ যদি কাউকে ভালো কাজের আহবান করে, পথ দেখায় তবে সে ও আমলকারীর অনুরূপ সাওয়াব পাচ্ছে। আমলকারীর সাথে আহবানকারীর একটা সংশ্লিষ্টতার দরুণ সে আমলকারীর অনুরূপ সাওয়াব পাচ্ছে আল্হামদুলিল্লাহ! এমন আমলও রয়েছে যার সাথে বান্দার কোন সংশ্লিষ্টতা নেই তথাপি সে তার দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রা:) বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোন ব্যক্তির জানাযায় শতাধিক মুসলিম উপস্থিত হয়ে মৃতের জন্যে সুপারিশ করে তবে তাদের এ সুপারিশ মৃত ব্যক্তির পক্ষে কবুল করা হয়। [সহিহ মুসলিম]

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন মুসলমান মৃত ব্যক্তি এমন যে তার জানাযায় মুসলমানদের তিনটি কাতার নামায পড়েছে তবে এর কারণে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। [সুনানে আবু দাউদ ২/৯৫]

আলোচ্য হাদিসে বলা হয়েছে, জানাযায় মানুষ উপস্থিত হয়ে তার জন্যে দোয়া করেছে সেহেতু মৃত ব্যক্তির জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। এ হাদিসে জানাযায় অধিক নেককার মানুষের উপস্থিতি মৃত ব্যক্তির ব্যক্তিগত কোন আমল নয় বরং এটা জানাযায় উপস্থিত মানুষের দোয়া যা আল্লাহ পাক তার নাজাতের ওসিলা হিসেবে কবুল করেছেন। হাদিসে পাকে এ সর্ম্পকিত অনেক দোয়া রয়েছে যা মৃত ব্যক্তির নাজাতের জন্যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়েছিলেন। আমরাও যেন প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র সে সুন্নাত কে অনুসরণ করতে পারি সে উদ্দেশ্যে হাদিসে পাক হতে তেমনি কিছু দোয়া উল্লেখ করছি।

اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت أعلم بسرِّها وعلانيتها، جئنا شفعاء، فاغفر لها

হে আল্লাহ! আপনি এর (মৃতের) রব, আপনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, আপনি তাকে ইসলামের পথে হিদায়াত দিয়েছেন, আপনি তার প্রকাশ্য এবং গোপন সকল কিছু জানেন, আমরা তার শাফায়াত করছি সুতরাং আপনি তাকে ক্ষমা করুন। [মিশকাতুল মাসাবীহঃ ১৬৮৮]

যদি মৃত্যুর পর কেবল তার আমলানুযায়ী ফয়সালা হবে অন্য কারো মাধ্যমে তার ফয়সালার কোন পরিবর্তন হবেনা তবে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরকম দোয়া করতেন না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এরকম আরো একটি দোয়া হচ্ছে,

اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه، وعافه، وأكرم نزله ووسِّع مَدخله، واغسله بماءٍ وثلج وبرد، ونقِّه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَّنس، وأبدله داراً خيراً من داره،

হে আল্লাহ আপনি তাকে (মৃত ব্যক্তি) ক্ষমা করুন, তার প্রতি রহম করুন, তাকে মাফ করুন, তার কবরকে প্রশস্ত করুন, তাকে বরফ শীতল পানি দ্বারা এমনভাবে পবিত্র করুন যেমনি সাদা কাপড়কে অপরিস্কার থেকে পরিচ্ছন্ন করা হয়, তার কবরকে তার জন্য উত্তম আবাসস্থল করুন। [সহিহ মুসলিমঃ ১৬০১]

আমরা গুনাহগার মানুষরা কি ঈসালে সওয়াবকে অস্বীকার করে এটাই বলতে চাই আমার জন্যে কেউ এভাবে দোয়া করোনা কারণ মৃত্যুর পরে বান্দাহর কাছে জীবিতদের পক্ষ থেকে কিছুই পৌছেনা| নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) যাকে নবী-রাসূল আলাইহি ওয়া সাল্লামগণের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে তিনিও এ দোয়ার প্রত্যাশী ছিলেন। হাদিসে পাকে ইরশাদ হয়েছে, তাবুকের যুদ্ধে একজন শহীদকে দাফন করার পর নবীয়ে দোজাহা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- হে আল্লাহ আমি এর প্রতি রাজী আপনিও এর প্রতি রাজী হয়ে যান। হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) বলেন, হায় আল্লাহ আমি যদি এই কবরবাসী হতাম (তবে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দোয়াটা পেয়ে যেতাম)। [শরহুল কাবির ঃ ২/৪২৫]

হযরত আবু বকর সিদ্দিকের অনুসারী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রেমিক উম্মাতরা এটাই মিনতি করে আল্লাহর ওয়াস্তে আমার মৃত্যুর পর আমাকে ভুলে যেওনা দোজাহানের কান্ডারী রহমতের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভাষায় আমার জন্যে দোয়া করো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত অনুসারে ঈসালে সাওয়াব করে তোমাদের নেক আমলে আমাকে অর্ন্তভুক্ত করে নিও, আমি তোমাদের এ অনুগ্রহের অপেক্ষায় থাকবো। জীবিত অবস্থায় এ উপলব্ধি সকলের না হলেও মৃত্যুর পরে কিন্তু সকলেই এ দানের অপেক্ষায় থাকে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কবরে মৃত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত ডুবন্ত ও আর্তনাদকারী মানুষের মতো, যে তার মা-বাবা ভাই কিংবা কোন বন্ধুর দোয়ার অপেক্ষায় থাকে। যখন তার নিকট দোয়া পৌছে তখন সেটি তার নিকট পৃথিবী ও তৎমধ্যস্থ সবকিছু অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়। নিশ্চয় পৃথিবীবাসীর দোয়া দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কবরবাসীদেরকে পর্বতসমূহের সমান সওয়াব দান করেন। মৃতদের জন্য জীবিতদের পক্ষে সর্বোত্তম উপহার হলো তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও সদকা করা। [ইমাম দায়লামী কৃত ফিরদাউসুল আখরার ৪/৩৯১, হাদিস:৬৬৬৪]

মৃতদের জন্য জীবিতদের পক্ষে সর্বোত্তম উপহার হলো তার নেক আমলে তাকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং তার জন্যে দোয়া করা। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বান্দাহর এ উপহার মৃত ব্যক্তির কাছে পৌছিয়ে দেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন পরিবারবর্গের মধ্যে কেউ কোন মৃত প্রিয়জনের জন্য দান খয়রাত করে সাওয়াব পৌছায় তখন তার সে সাওয়াবের উপঢৌকন হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম একটি সমুজ্জল থালাভর্তি করে ঐ কবরবাসীর শিয়রে গিয়ে পেশ করেন তোমর অমুক প্রিয়ভাজন এ সওয়াব পাঠিয়েছে তুমি তা গ্রহণ করো। তখন ঐ ব্যক্তি তা গ্রহণ করে। [তাবরানী মু'জামুল আওসাতঃ ২৫০০]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তো এটাই চান যে তাঁর বান্দার জন্য সহজতা, এ সত্যকে অস্বীকার করে কল্যাণের পথে সংকীর্ণতা টেনে আনবো না। তারপরও অনেকে দাবী করে মৃত ব্যক্তির কাছে কিছু পৌছে না,দুনিয়ার কোন কিছুই তার উপকার বা অপকার করতে পারেনা যা সম্পূর্নই ভিত্তিহীন, মনগড়া ।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা তোমাদের মৃতদেরকে পুণ্যবান প্রতিবেশীদের মধ্যে দাফন করো। কেননা যেভাবে খারাপ প্রতিবেশী দ্বারা এ দুনিয়ায় প্রতিবেশীদের কষ্ট ও যন্ত্রণা পৌছে তেমনি খারাপ প্রতিবেশীর কবরসমূহ দ্বারা কবরবাসীর নিকট আখিরাতের দুর্ভোগ ও কষ্ট হয়। [শরহুস সুদুর পৃ:৪২]

এ পবিত্র হাদিস শরীফেও দেখা যাচ্ছে মৃত ব্যক্তি অন্যের কারণে কবরে শাস্তি পাচ্ছে। আগেই বলেছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার শান এটা নয় যে তিনি খারাপের বিপরীতে বান্দাকে শাস্তি দেবেন কিন্ত ভালোর বিনিময়ে পুরস্কৃত করবেন না। বরং আমাদের আল্লাহ তায়ালা এতই কারিম তিনি কেবল আমলের বাহার খুজেন না বরং তিনি

বান্দাহর নাজাতের জন্য অসংখ্য বাহানা সৃষ্টি করে রেখেছেন। যেমনিভাবে বান্দা খারাপ প্রতিবেশীর জন্যে শাস্তি পাচ্ছে তেমনিভাবে বান্দা আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের ওসিলায় কবরে নাজাত লাভ করছে। হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, হযরত আবদুলাহ বিন নাফে আল মুযনী বর্ণনা করেন যে মাদীনা মুনাওয়ারায় জনৈক ব্যক্তির ইন্তেকাল হলো। তাকে দাফন করা হলে এক ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখলেন সে জাহান্নামীদের মধ্যে অবস্থান করছে।অত:পর সাত আট দিন পর তাকে জান্নাতীদের মধ্যে দেখলেন তখন তিনি তার নিকট এর কারণ জানতে চাইলেন। মৃত ব্যক্তি উত্তর দিলো আমাদের পাশে একজন সৎ ও নেককার ব্যক্তিকে দাফন করা হয়েছে সে তাঁর চল্লিশজন প্রতিবেশীর জন্য সুপারিশ করেছে আর আমিও তাদের অর্ন্তভুক্ত ছিলাম। [শরহুস সুদুর পৃ:৪২]

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন

قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إن الميت ليعذب ببكاء الحي

নিশ্চয়ই মৃত ব্যক্তির জন্যে মাতম করার কারণে তার শাস্তি হয়ে থাকে। [বুখারী শরীফ ঃ ৪৭০]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার শান এরকম নয় যে, তিনি কবরে বান্দাকে তার জন্যে মাতম করার কারণে শাস্তি দেবেন কিন্তু ভালো আমল করার কারণে তার শাস্তি লাঘব করবেন না। বরং আমাদের পরওয়ারদিগার তো এতই মহান যে একটি খারাপ কাজের বিপরীতে একটি গুনাহ লেখা হয় অথচ একটি ভালো আমলের বিপরীতে তিনি সওয়াব দান করেন দশ থেকে সাতশত গুন পর্যন্ত। সুবহানাল্লাহিল আযিম! যেমনঃ হাদিস পাকে আছে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

إذا همَّ عبدي بحسنة، ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، وإذا همَّ بسيئة ولم يعملها، لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها سيئة واحدة

সাত্তারুল উয়্যুব আল্লাহ তায়ালা বলেন, যখন আমার বান্দা কোন ভালো কাজের নিয়্যত করে কিন্তু তা আমল করেনি তবে তার জন্য একটি নেকি লিখ, যখন সে আমল করলো তখন তার জন্যে দশ হতে সাতশত গুন পর্যন্ত নেকি লিখে দাও। আর যখন সে কোন খারাপ কাজের নিয়্যত করে তবে কোন গুনাহ লিখা হবেনা বরং যদি সে খারাপ কাজটি করে তবে একটি গুনাহ লিখ| [সহিহ মুসলিমঃ ১৮৪]

বর্ণনায় এসেছে, হযরত ঈসা (আঃ) একবার এক কবরে ভয়ানক আযাব হতে দেখে খুব ব্যথিত হলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে জানানো হলো এ ব্যক্তির আমলনামায় কোন নেক আমল নেই যার বিনিময়ে তার শাস্তি শিথিল করা যায়। এর কিছুদিন পর সেই একই কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি (আলাইহিস সাল্লাম) দেখতে পেলেন এ কবরবাসীকে ক্ষমা করা হয়েছে এবং সে জান্নাতের নেয়ামতরাজী উপভোগ করছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করলেন যে এ কবরবাসী যদিও নিজের আমলের কারণে আযাবের উপযুক্ত ছিল কিন্তু এ ব্যক্তি মৃত্যুর সময় তার এক নিষ্পাপ শিশু রেখে এসেছিল। তার মা তাকে দ্বীন শিক্ষার জন্যে শিক্ষকের নিকট নিয়ে গেলে শিশুটি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম বলে পড়া শুরু করলো আর তখনই আমার লজ্জা এসে গেল যার সন্তান আমাকে দয়াময়, দয়ালু বলছে আমি আল্লাহ তার বাবাকে কি করে শাস্তি দেব। আল্লাহু আকবার!

অন্যত্র হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন, মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির মর্যাদার স্তর উঁচু করা হবে, তখন সে বলবে, হে আমার রব! এটি কি? অতঃপর বলা হবে, তোমার সন্তান তোমার জন্যে ক্ষমা প্রাথনা করেছে| [ইমাম বুখারী (রঃ) কৃত আদাবুল মুফরাদ-২১, ২২]

মনে রাখতে হবে, যার জন্য সওয়াব ঈসাল করা হচ্ছে শুধুমাত্র সেই এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছে তা নয় বরং যে করছে এটা তার জন্যেও মহাসৌভাগ্যের বিষয়। হাদিসে পাকে সে সন্তানকে নেক সন্তান বলা হয়েছে যারা মৃত মা-বাবার মাগফিরাতের জন্যে প্রচেষ্টা করে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

যখন মানুষ মারা যায় তার আমল করার সুযোগ ছিন্ন হয়ে যায় কেবল তিনটি ব্যতিত, তা হচ্ছে সদকায়ে জারিয়া, এমন উপকারী ইলম যা তিনি শিক্ষা দিয়েছেন বা প্রসার ঘটিয়েছেন, অথবা এমন মুত্তাকী সন্তান পৃথিবীতে রেখে গেছেন যারা তার জন্যে দোয়া করেন।

অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَرْبَعَةٌ تَجْرِي عَلَيْهِمْ أُجُورُهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ مُرَابِطٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ

Pdf By Syed Mostafa Sakib

عَمِلَ عَمَلًا أُجْرِيَ لَهُ مِثْلُ مَا عَمِلَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَجْرُهَا لَهُ مَا جَرَتْ وَرَجُلٌ تَرَكَ وَلَدًا صَالِحًا فَهُوَ يَدْعُو لَهُ

আবু উমামা আল বাহিলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, চারটি বিষয়ের সাওয়াব প্রাপ্তি মানুষের মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে। ১. আল্লাহ্র রাস্তায় সীমান্ত প্রহরী, ২. ব্যক্তির এমন (মাসনূন) আমল যা অন্যেরাও অনুসরণ করে, ৩. এমন সাদাকাহ্ যা সে স্থায়ীভাবে জারী করে দিয়েছে।, ৪. এমন নেক সন্তান রেখে যাওয়া যে তার জন্য দুআ করে।

প্রথম হাদিসে পাকে তিনটি জিনিসের ব্যাপারে ইরশাদ করা হয়েছে মনে হতে পারে শুধুমাত্র এ তিনটি বিষয়ের বিনিময়ই মৃতের কাছে পৌছে অন্য কিছুই নয়। দ্বিতীয় হাদিসে চারটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসের মাঝে কোন বিরোধ নেই। এ দু'টো হাদিস শরীফের মাধ্যমে যে রহমতের ঘোষনা এসেছে তা হলো মৃত্যুর পরও বান্দাহর কাছে জীবিতদের দোয়ার দান পৌছে যায়, হাদিসে পাকে আমলের সীমানির্ধারণ করা হয়নি ।

ঈসালে সওয়াব কে অস্বীকার করা মানে নিজের নফসের উপর যুলুম করা। এটা খুব পরিস্কার সত্য যে, বান্দা আল্লাহর যত প্রিয় সে ততো বেশী নেক আমল করার তাওফীক লাভ করে থাকে। নেক আমল করার জন্যে পালোয়ান হওয়াটা শর্ত নয় প্রয়োজন সত্যিকার মু'মিন হওয়া, আল্লাহ-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য পাগল হওয়া, আল্লাহ-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীদারের প্রত্যাশী হওয়া এরকম খোশনসীব বান্দাহর জন্যে ঈসালে সাওয়াবের ব্যবস্থা পরওয়ারদিগার আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে তা যেমন

মানুষের দ্বারা হয় তেমনি ফেরেস্তাদের দ্বারাও হয়ে থাকে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

নেককার বান্দার মৃত্যুর পর তাঁর জন্য নিয়োজিত কিরামান কাতিবীন ফেরেস্তারা তাঁর সাথে তাঁর কবরে অবস্থান করে। আর তা ঐ অবস্থায় যে তারা তাসবীহ তাহলীল ও তাকবীর পাঠ করতে থাকে আর ঐসব যিকিরের সওয়ার ঐ নেককার মৃত ব্যক্তির আমলনামায় কিয়ামত পর্যন্ত লিখতে থাকে। তাফসীরে রুহুল মাআনী আমপারা- ৩০/৭৫

ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কোন কোন আমল করা যাবেঃ

মৃত ব্যক্তির ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে যে সকল আমলের ব্যাপারে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি দিয়েছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম যে সকল আমল করে তার সওয়াব মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ঈসাল করেছেন শিরোনামের ভিত্তিতে সেগুলো উল্লেখ করা হলো ঃ

ঋণ পরিশোধ

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে অবশ্য পালনীয় একটি কাজ হচ্ছে যদি সে ঋণগ্রস্থ থাকে তবে যথাশীঘ্র তা আদায় করে দেয়া এ ব্যাপারে তাজেদারে মাদীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব জোড় তাকিদ দিয়েছেন।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক মুমিনের জন্য আমি তার নিজের আত্মার চেয়েও অধিকতর আপন। তাই যদি কোন মুমিন ঋণগ্রস্থ অবস্থায় মারা যায় আর সে

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোন সম্পদই রেখে না যায় তবে আমরা তার পক্ষ থেকে এর জিম্মা নিচ্ছি। [বুখারি শরীফ]

হযরত সালমা বিন আল আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে একজন মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলো এবং লোকেরা নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার জানাযা আদায়ের অনুরোধ করলেন। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তিনি কি কোন সম্পদ রেখে গেছে? তারা উত্তর দিলো, জ্বি না। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তিনি কি কোন ঋণ রেখে গেছেন? তারা উত্তর দিলো, জ্বি, তিন দিনার ঋণ আছে। এরপর নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জানাযা পরাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা আদায় করো। উপস্থিত সাহাবী হযরত আবু কাতাদা (রা:) আরজ করলেন, ইয়া রাসূল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দয়া করে আপনি তার জানাযা আদায় করুন, আমি তার পক্ষ থেকে ঋণ আদায় করে দিচ্ছি। অতঃপর নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাযা আদায় করলেন। [বুখারী শরীফ]

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ، وَحَنَّطْنَاهُ، وَكَفَّنَّاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خُطًى، ثُمَّ قَالَ: " أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قُلْنَا: دِينَارَانِ، فَانْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " حَقُّ الْغَرِيمُ، وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ " قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ: " مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ؟

"فَقَالَ: إِنَّمَا مَاتَ أَمْسِ، قَالَ: فَعَادَ إِلَيْهِ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ: لَقَدْ قَضَيْتُهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ" ،

তারপর রাসুল (সাঃ) তার জানাযা পড়ালেন। তারপর একদিন পর রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞাস করলেন, ঋণ কি আদায় হয়েছে? আবু কাতাদা বললেন, তিনিতো গতকাল মারা গেছেন। তারপর একদিন পর আবার জিজ্ঞাস করলেন। তখন জবাবে বলা হল, আদায় করা হয়েছে। তখন রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করলেন, এখন উক্ত ব্যক্তির আত্মাকে শান্ত করেছো। [মুসনাদে আহমদ : ১৪৫৩৬]

কোন মানুষ মৃত্যু বরণ করলে সর্বপ্রথম তাঁর পক্ষ থেকে তার ওয়ারিস যে দায়িত্বগুলো অবশ্যই পালন করবে সে ব্যাপারে নবীয়ে দোজাহা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশনা হচ্ছে,দোয়া করা,তাদের কৃত ওয়াদা পূরণ করা, তাঁদের বন্ধুদের সম্মান করা এবং তাঁদের আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তা রক্ষা করা। হাদিসে পাকে এ ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا قَالَ «نَعَمِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِيفَاءٌ بِعُهُودِهِمَا مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا»

"আবু উসায়দা মালিক ইবন রাবী'আহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে ছিলাম, এমতাবস্থায় বনী সালামার এক ব্যক্তি এসে বললো, ইয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর এমন কোন সদাচরণ কি বাকী আছে যা আমি তাঁদের সাথে করতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাঁদের জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের কৃত প্রতিশ্রুতিগুলো পূর্ণ করা, তাঁদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা এবং সে আত্মীয়তাগুলো রক্ষা করা, যেগুলো শুধু তাঁদের বন্ধনের কারণেই রক্ষা করা হয়ে থাকে।

এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মানুষের সাথে করা ওয়াদার কথাই বলা হয়নি নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করেন মৃত ব্যক্তি যদি কোন ইবাদতের ব্যাপারে মানত করে কিন্তু তা পালন করতে না পারে তবে তার পক্ষ থেকে ওয়ারিস অবশ্যই তা আদায় করবে । এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট হাদিস রয়েছে।

রোযা

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি রোজা আদায় না করে মারা গেল, তার পক্ষ থেকে তার ওলী (দায়িত্বশীল) সে রোজা আদায় করবে।

তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একজন মহিলা সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে তার মৃত মায়ের কাজা রোজা আদায়ের ব্যাপারে জানতে চাইলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম তাকে তার মায়ের পক্ষ থেকে রোযা আদায়ের অনুমতি দান করেন ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, একজন মহিলা নদী ভ্রমনের সময় মানত করলো যে যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার জীবন রক্ষা করেন তবে তিনি এক মাস রোযা রাখবেন। যদিও তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেন কিন্তু তিনি মৃত্যুর পূর্বে এ রোযাগুলো আদায় করেননি। মৃতের মেয়ে অথবা বোন রাসূল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এ ব্যাপারে জানতে চাইলেন, রাসূল্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে মৃত মহিলার পক্ষ থেকে তার অনাদায়ী রোযাসমূহ আদায় করার আদেশ করলেন। [আবু দাউদ, নাসাঈ, আহমাদ]

يا رسول الله! إن أمي ماتت، وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟

قال: "نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে হাজির হয়ে আরজ করলেন ইয়া রাসূল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার মা মারা গেছেন এবং তার এক মাসের রোযা কাযা রয়ে গেছে। আমি কি তার পক্ষ থেকে রোযা আদায় করতে পারব? নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে অনুমতি দান করে ইরশাদ করলেন কর্জ আদায়ের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আল্লাহর হকই অগ্রাধিকার পাবে| [বুখারী শরীফ]

Pdf By Syed Mostafa Sakib

হজ্ব

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ :إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জুহাইনা এলাকার এক মহিলা রাসুল (সাঃ) এর কাছে এসে বললেন, আমার আম্মা হজ্ব করার মান্নত করেছিলেন, কিন্তু হজ্ব করার আগেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আমি কি এখন তার পক্ষ থেকে তা আদায় করবো? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ তুমি তার পক্ষ থেকে আদায় কর। তোমার মায়ের যিম্মায় যদি ঋণ থাকতো, তাহলে কি তুমি তা আদায় করতে না? তেমনি এটাও আদায় করো। কারণ আল্লাহ তা'আলাই অধিক হক রাখেন যে, তার সাথে কৃত অঙ্গিকার পূর্ণ করা হবে। [বুখারী শরীফ, হাদীস- ১৮৫২]

* ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে এমন কিছু আমল রয়েছে যা মৃত ব্যক্তির গুনাহর কাফ্ফারা হয়ে যায় আল্লাহু আকবার। যেমন: ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে সাদকাহ করা, তার পক্ষ থেকে কুরবানী করা।

সাদকা

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْه تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا

"সা'দ ইবন উবাদাহ (রাঃ) এর মাতা তার অনুপস্থিতিতে মারা যান। পরে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমার অনুপস্থিতিতে আমার আম্মা মারা গেছেন। আমি যদি তাঁর জন্য কিছু সাদাকাহ করি তবে কি তা তাঁর উপকারে আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন আপনি সাক্ষী, আমার মিখরাফ নামক বাগানটি তাঁর জন্য সাদকাহ করলাম।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبِي مَات وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ

"আবু হুরায়ারা (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট জানতে চাইলেন যে, আমার পিতা কিছু সম্পদ রেখে মারা গেছেন কিন্তু তিনি কোন ওসীয়ত করে যাননি। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে কিছু সাদাকাহ করতে পারি? যাতে তাঁর গুনাহের কাফফারা হতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ পার।"

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ

Pdf By Syed Mostafa Sakib

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ) এর কাছে এসে বলল, আমার আম্মা হঠাৎ ইন্তেকাল করেছেন। (কিছু বলে যেতে পারেন নি) আমার ধারণা তিনি যদি কিছু বলার সুযোগ পেতেন, তাহলে আমাকে তার নামে সদকা করতে বলতেন। তো আমি যদি তার নামে সদকা করি, তাহলে কি এর সওয়াব তিনি পাবেন? রাসূল (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ। [বুখারী : ১৩৮৮]

কুরবানী

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَضْحَى بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، هَذَا عَنِّي، وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ঈদুল আযহার নামাযে শরীক ছিলাম। যখন খুতবা শেষ হলো তখন তিনি মিম্বর থেকে নামলেন। তারপর তার কাছে একটি ভেড়া আনা হলো তিনি তা জবাই করলেন নিজ হাতে। জবাই কালে বললেন বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর, এটি আমার এবং আমার ঐ উম্মতের পক্ষ থেকে যারা কুরবানী করতে পারেনি। [আবু দাউদ: ২৮১০]

হযরত আলী আল মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সারাজীবন দুটি কুরবানী দিতেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি দুটি কুরবানী কেন

করেন? তখন তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ওসীয়ত করেছিলেন যে তাঁর পক্ষ থেকে কুরবানী করি, তাই আমি তাঁর পক্ষ থেকে কুরবানী করছি। [সুনানে আবু দাউদ, ২/২৯]

দোয়া

হযরত ওসমান (রা:) ইরশাদ করেছেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন ব্যক্তির দাফন সম্পন্ন করতেন তখন তার সুন্নাত ছিল যে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু সময় সে কবরের কাছে অবস্থান করতেন এবং তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করতেন" তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্যে মাগফিরাত প্রার্থনা করো এবং তার দৃঢ়তার জন্যে দোয়া করো কেননা এখন তাকে সাওয়াল করা হচ্ছে। আবু দাউদ শরীফ

হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন যখন হযরত সা'দ বিন মা'আয রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকাল হলো তখন আমরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তার নিকট গেলাম। যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জানাযা আদায় করলেন, তাকে কবরে রাখা হলো এবং কবর সমান করে দেয়া হলো তখন তিনি তাসবীহ পাঠ করলেন। অতঃপর আমরাও দীর্ঘক্ষন তাসবীহ পাঠ করলাম। এরপর তিনি তাকবীর (আল্লাহু আকবর) পাঠ করলেন, তখন আমরাও তাকবীর বললাম। অতঃপর আবেদন করা হলো, হে আল্লাহুর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি তাসবীহ ও তাকবীর কেন পাঠ করলেন? তিনি ইরশাদ করলেন, এ

pdf By Syed Mostafa Sakib

মানুষকে নিরুৎসাহিত করে থাকে। আমাদের উচিত বেশী বেশী কবর যেয়ারত করা, কবরবাসীদের জন্য দোয়া করা এবং নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ করা, আল্লাহ তায়ালার সামনে দাড়াতেই হবে সেজন্য নিজেকে প্রস্তুত করা,আল্লাহর রহমত ভিক্ষা চাওয়া, নিজের জন্য এবং সমস্ত মুসলিম উম্মাহর (মৃত এবং জীবিত) নাজাতের জন্যে প্রার্থনা করা।

কুরআন তিলাওয়াত

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুটি কবরের পাশ দিয়ে গমন করলেন আর বললেন তাদের উভয়ের উপর শাস্তি হচ্ছে এবং শাস্তির কোন বড় কারণ নেই। তাদের মধ্যে একজন চোগলখোর ছিল এবং অপরজন পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জনে সর্তকতা অবলম্বন করতো না। অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি তাজা সবুজ ডাল নিয়ে সেটিকে দু'টুকরো করে তাদের উভয়ের কবরের উপর গেড়ে দিলেন। এরপর বললেন যতক্ষণ পর্যন্ত এটি শুষ্ক হবে না আশা করা যায় যে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের শাস্তি শিথিল থাকবে।

আল্লাহর রহমত তো এতই সুবিস্তৃত যে তিনি সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ডাল-পালার যিকিরকেও বান্দাহর শাস্তি লাঘবের উসিলা হিসেবে কবুল করে নিয়েছেন।

এ বরকতময় হাদিসকে সামনে রেখেও যারা বলেন- মৃত ব্যক্তির জন্যে কোরআন তেলাওয়াতের হাদিয়া পেশ করা যাবেনা তাদের খেদমতে আরো কিছু হাদিস পেশ করছি।

নেককার বান্দার জন্য কবর সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, আমরা তাসবীহ ও তাকবীর পাঠ করলাম এমনকি শেষাবধি আল্লাহ তা'আলা তাঁর কবরকে সুপ্রশস্ত করে দিলেন। [মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল-৩/৩৬০]

পবিত্র কোরআনুল কারিমে এ দোয়ার যর্থাথ দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে,

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

হে আমদের পালনকর্তা,আমাকে,আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন,যেদিন হিসাব কায়েম হবে।

যিয়ারত

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ওহুদ যুদ্ধে শহিদদের কবরের কাছে গিয়ে দাড়াতেন তখন তিনি (শহিদদের উদ্দেশ্যে) ইরশাদ করেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে জীবিত। অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম কে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন, সুতরাং তোমরা তাদেরকে (মৃতদেরকে) যিয়ারতে আসবে এবং তাদেরকে সালাম দেবে, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ নিশ্চয়ই কেয়ামত দিবস পযর্ন্ত কবরে শায়িত ব্যক্তিরা যারা তাদেরকে সালাম দেয় তাদের সালামের উত্তর দিয়ে থাকে। হাকিম, বায়হাকী

কবর যিয়ারতের জন্যে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকিদ দিয়েছেন তারপরও কিছু বদনসীব কবর যিয়ারতের ব্যাপারে

pdf By Syed Mostafa Sakib

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ اللَّجْلَاجِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ لِي أَبِي: " يَا بُنَيَّ إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَلْحِدْنِي، فَإِذَا وَضَعْتَنِي فِي لَحْدِي فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ، ثُمَّ سِنَّ عَلَيَّ الثَّرَى سِنًّا، ثُمَّ اقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِي بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ

হযরত আব্দুর রহমান বিন আলা বিন লাজলাজ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমার পিতা আমাকে বলেছেন, হে বৎস! আমি যখন মারা যাবো তখন আমার জন্য কবর খুড়বে। তারপর আমাকে যখন কবরে রাখবে তখন পড়বে "বিসমিল্লাহি ওয়াআলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ" তারপর আমার উপর মাটি ঢালবে। তারপর আমার মাথার পাশে সূরা বাকারার শুরু এবং শেষাংশ পড়বে। কেননা আমি রাসূল (সাঃ) থেকে এমনটি বলতে শুনেছি। [আলমুজামুল কাবীর : ৪৫১]

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,'হুযুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কবরস্থানে গমন করে অতঃপর সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা কবরবাসীদের শাস্তিকে শিথিল ও হালকা করে দেবেন এবং পাঠকারীরও এর নির্দিষ্ট সংখ্যক পূণ্য মিলে যাবে। [শরহুস সুদুর, পৃষ্ঠা- ১৩০]

উপরোক্ত হাদিসসমূহে বিভিন্ন সময়ে মৃত ব্যক্তির জন্যে কোরআন তেলাওয়াতের আদেশ করা হয়েছে। তারপরও অহংকার বশতঃ যারা

ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ، وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ فِي قَبْرِهِ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমার (রা:) বর্ণনা করেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে যখন কেউ মারা যাবে তাকে ফেলে রাখবেনা তাকে যথাসম্ভব দ্রুত কবরে নিয়ে যাও এবং তার দাফন সম্পন্ন করার পর তার মাথার কাছে দাড়িয়ে সূরা বাকারার প্রথম রুকু অথাৎ আলিফ লাম মীম যালিকাল কিতাবু থেকে হুমুল মুফলিহুন পর্যন্ত তেলাওয়াত করো এবং পায়ের কাছে দাড়িয়ে শেষ রুকু আমানার রসূল থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ ফাংসুরনা আলাল কাউমিল কাফিরিন তেলাওয়াত করবে। [মিশকাত শরীফ]

قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقرءوا يس على موتاكم

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মৃতদের উদ্দেশ্যে সূরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করো। আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ।

قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من دخل مقبرة وقرأ: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الإخلاص إحدى عشرة مرة، وأهدى ثوابها لهم، كتب الله له من الحسنات بعدد من دفن فيها

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে ঈসালে সাওয়বের বিরোধিতা করে, তাদের কেউ কেউ বলে থাকেন রোযা এবং হজ্জের ব্যাপারে হাদিসকে মানি বাকিটা মানবো না, তেলাওয়াতের সওয়াব ঈসাল করা যাবেনা। কোরআন ও হাদিসের আলোকে যখন সাওয়াব পৌছার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়ে গেছে তখন এটা বলতে চাওয়া ধৃষ্টতা যে রোযার সাওয়াব পৌছবে কিন্তু তেলাওয়াতের সাওয়াব পৌছবে না। তাদের এ কথার সর্মথনে তারা কখনোই কোন হাদিস পেশ করতে পারবেনা। সাওয়াব দেয়ার মালিক যিনি অন্যের জন্য কবুল করার মালিকও তিনি সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। তাই ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কোরআন তেলাওয়াত অত্যন্ত বরকতময় একটি আমল কারণ মৃত ব্যক্তির মাগফিরাত কামনায় দান, সদকাহ, হজ্জ এগুলো আর্থিক ইবাদাত যা সবার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই কোনভাবেই কোরআন তেলাওয়াতের ব্যাপারে কাউকে নিরুৎসাহিত করা যাবেনা, হোক তা ব্যক্তিগতভাবে কিংবা সম্মিলিতভাবে। ইসলামে নিরব-নিস্তব্ধ মধ্যরাতে একাকী তাহাজ্জুদ নামায পড়ার ফযিলতের বর্ণনা যেমনি পাওয়া যায় তেমনি জামায়াতে নামায আদায় করার জোড় তাকিদ ও রয়েছে। অনেকে মিলে কোরআন খতম করলে তা আদায় হবেনা এটা বলা অবান্তর। বরং দয়াময় আল্লাহর দয়ার ওপর ঈমান তো এটাই যে অনেকের শরীক হওয়ার দরুণ তিনি সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এ আমলের সাওয়াব কে বরকতমন্ডিত করে দেবেন। (কোরআন খতম শেষে ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে সুন্দর একটি মুনাজাত এ বইয়ের শেষে দেয়া হয়েছে।)

নামায

عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِمَا مَعَ صَلاَتِكَ وَأَنْ تَصُوْمَ عَنْهُمَا مَعَ صِيَامِكَ وَأَنْ تُصَدِّقَ عَنْهُمَا مَعَ صَدَقَتِكَ

"হাজ্জাজ ইবন দীনার হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, (পিতা-মাতার প্রতি জীবিতাবস্থায়) সদাচরণের পর (মৃত্যু পরবর্তী) সদাচরন হলো- তোমাদের নামাযের সাথে তাদের পক্ষ থেকেও নামাজ পড়া, রোজার সাথে তাদের পক্ষ থেকেও রোজা রাখা এবং তোমার সাদাকার সাথে তাদের জন্যও কিছু সাদকাহ্ করা" [মুসান্নিফ ইবনি আবী শায়রা, ৩খ, ৫৯ পৃ :, হাদীস- ১২০৮৪]

ওমরা

অপর এক হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَطَاءَ قَالَ «يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ أَرْبَعٌ الْعِتْقُ وَالصَّدَقَةُ وَالْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ» .

"আতা (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, মৃতের পক্ষ হতে চারটি কাজ করণীয়- গোলাম আযাদ করা, সাদাকাহ করা, হজ্ব করা এবং ওমরা করা।"

উপরোক্ত হাদিসসমূহ পর্যালোচনার পর সার কথা হচ্ছে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে যেকোন নফল ইবাদত করার অনুমতি স্বয়ং নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছেন। সত্যানুসন্ধানী অন্তর

pdf By Syed Mostafa Sakib

অবশ্যই এ সত্যের সন্ধান পেয়ে গেছেন যেকোন নফল ইবাদতের সওয়াবে মৃত ব্যক্তিকে অর্ন্তভুক্ত করা যায়। ছলফে-ছালেহীন, বুর্যুগাণে দ্বীন ঈসালে সওয়াবের পালন যেমন করেছেন তেমনি এর সর্মথনে অনেক কিতাবও লিখেছেন।

ঈমাম নববী (রাঃ) বলেন, যারা মনে করেন মৃত ব্যক্তির প্রতি সওয়াব ঈসাল করা যায়না তাদের এ ধারনা বাতিল, সুস্পষ্ট ভূল।

ইবনে কুদামা (রাঃ) শায়হুল কাবীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, নেক আমালের যে সওয়াব মৃত ব্যক্তির জন্য ঈসাল করা হয় তা অবশ্যই তাকে উপকৃত করে। নেক আমল, দোয়া ইস্তেগফার, ঋণ পরিশোধ, মানত আদায়, অন্যান্য যে কোন নফল ইবাদতের সওয়াব। এর বিপরীতে বুযুর্গান দ্বীনের কোন আমল বা মতামত পাওয়া যায় না।

ইবনে কাসির (রাঃ) বলেন- সদকা এবং দোয়া অবশ্যই মৃত ব্যক্তির মাগফিরাতের উসিলা হয়।

হানাফী,মালেকী,হাম্বলী এবং শাফেয়ী মাযহাবের অধিকাংশ ইমামগণের মতে , সওয়াব ঈসাল করা চাই তা জীবিত ব্যক্তির জন্য হোক বা মৃত ব্যক্তির জন্য হোক তা ব্যক্তির কাছে পৌছে এবং তাকে উপকৃত করে।

আল্লাহ পাক পরওয়ারদিগার দ্বীনের আমনতদ্বার উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে ইরশাদ করেন,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অতএব জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করো, যদি তোমাদের জানা না থাকে| [সুরা নাহল:৪৩]

তাই ঈসালে সওয়াব সংক্রান্ত ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার জন্যে আমাদের উচিৎ বুর্যুগাণে দ্বীনের নীতি অনুসরণ করা।

বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে সর্বোত্তম আমল

হযরত সাদ ইবনে উবাদা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে আরজ করলেন, ইয়া রাসূল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার মা ইন্তেকাল করেছেন তার পক্ষ থেকে সর্বোত্তম সদকা কি হবে? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, পানি। হযরত সাদ (রাঃ) একটি কুপ খনন করে দিলেন এবং বললেন এটা সাদের মায়ের জন্য।

হযরত মুহাম্মদ বাকের রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে, হাসানাইনে কারীমাইন তাঁদের সম্মানিত পিতা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে দাসমুক্ত করেছিলেন যাঁতে তাঁর রূহে (আত্মায়) সাওয়াব পোঁছে। *শরহুস সুদুর, পৃষ্ঠা-* ১২৯

হযরত কাসেম বিন মুহাম্মদ বর্ণনা করেন যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর ভাই আবদুর রহমান বিন আবু বকরের পক্ষ থেকে একটি দাস মুক্ত করেছিলেন।

প্রথম হাদিস শরীফে ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে সর্বোত্তম সদকা বলা হয়েছে পানির ব্যবস্থা করা।অন্য হাদিস শরীফে দেখা যাচ্ছে দাসমুক্ত করা। মূল বিষয় হচ্ছে, এ সকল বরকতময় হাদিস দ্বারা মানুষের জন্য কল্যানকর বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে যেহেতু দাসপ্রথা বিলুপ্ত হয়ে গেছে আর পানির সংকট ও নেই এক্ষেত্রে আমাদের সমাজের জন্য কল্যানকর কোন বিষয়ের দিকে নজর দিতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

হবে। এখন মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি,ধর্ম চর্চা বিলুপ্তির পথে, নাস্তিকতা, উগ্রতা, অশ্লীলতা সমাজে বিষ ছড়াচ্ছে। এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে দ্বীনের খেদমাত করাই এখন সবচেয়ে জরুরী বিষয়। তাই ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, মসজিদ-মাদ্রাসার উন্নতির জন্য দান-সদকাহ করা, মাদ্রাসা ছাত্রদের ব্যক্তিগত সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে হাক্কানী আলেম হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করা, ধর্মীয় বই প্রকাশ করা ইত্যাদি। এছাড়াও অর্থাভাবে (স্ত্রী-সন্তানের ভরণ-পোষণ) যে সকল যুবকরা বিয়ে করতে সাহস পাচ্ছেনা কিংবা যে সকল মা-বাবা তাদের বিবাহ উপযুক্ত মেয়েদেরকে বিয়ে দিতে পারছেনা তাদেরকে আর্থিক সাহায্য দানের মাধ্যমে মানবিক কল্যান সাধন ও সমাজকে এ সংক্রান্ত ফিতনা থেকে মুক্ত রাখা। মূল বিষয় হলো মানুষের কল্যান সাধন। আল্লাহর প্রিয় হওয়ার এটাই সবচেয়ে সহজ উপায়। নবীয়ে দোজাহা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, এ সমগ্র সৃষ্টি হলো আল্লাহ তায়ালার পরিবার, আর তন্মধ্যে ঐ বান্দা আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিক প্রিয় যে তাঁর পরিবারের প্রতি অধিক উপকারকারী। মুসনাদে আবু ইয়ালা,৬/৩৩১৫

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের দান-সদকাহ ও নেক আমলসমূহ কবুল করুন এবং এর বরকতে আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী, পরবর্তী সকল মুমিনকে ক্ষমা করুন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

"وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى" আয়াতের আলোকে ঈসালে সাওয়াব

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

আর প্রত্যেক ব্যক্তি তাই লাভ করবে যার জন্য সে প্রচেষ্টা করে। [সূরা নাজম : ৩৯]

ঈসালে সাওয়াবের দ্বারা উদ্দেশ্য এমন নয় যে মানুষ নিজে আমল করবেনা, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে হলে ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা, নেক আমল করার প্রতিযোগিতায় এ ক্ষনস্থায়ী জীবন কে ব্যয় করা।

অনেকেই মনে করেন আলোচ্য আয়াতে মানুষের প্রাপ্য সে যা আমল করে তাই, সুতরাং ঈসালে সওয়াবের কোন ভিত্তি নেই। মূল বিষয়টি হচ্ছে আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে কারিমায় ঘোষনা করেছেন মানুষ তাই লাভ করবে যা সে তার রবের কাছে প্রত্যাশা করে এবং সে অনুযায়ী প্রচেষ্টা করে। অর্থাৎ মানুষের কোন প্রচেষ্টাকে বিফল করা হবেনা,তার কোন আমলকে বিনষ্ট করা হবে না, সে যার জন্য প্রচেষ্টা করে তা সে অবশ্যই লাভ করবে। মানুষ যে কাজের প্রচেষ্টা করে তা তাকে অবশ্যই দান করা হবে। এ আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা তার রহমাতের ঘোষনা দিচ্ছেন। বান্দাহ্র জন্য কোন সীমাবদ্ধাতা আরোপ করেননি যে, মানুষ ততটুকুই পাবে যতটুকুর জন্য সে আমল করে বরং বলা হচ্ছে মানুষ যদি কোন নেক আমল করে তবে তা বরকতমন্ডিত অবস্থায় পাবে আর যে খারাপ করে সে তার অনুরূপ লাভ করবে।যে

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যক্তি তার জীবনে আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট থাকেনা,চিন্তা-চেতনায়,সুখে-দু:খে,অর্জনে-ত্যাগে,গ্রহনে-বর্জনে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের তোয়াক্কা করেনা , যে তার নিজের জীবনে সওয়াবের আকাংক্ষী ছিলনা এর সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করেনি তার জন্যে কারো পক্ষ হতে সওয়াব গ্রহণ করা হবেনা।হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-জনৈক সাহাবী জাহেলিয়াতের সময় তার বাবার ওসিয়তকৃত দানের ব্যাপারে জানতে চাইলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন নিশ্চয়ই তার পক্ষ থেকে এ দানকে কবুল করা হবেনা।

খুব স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ঈসালে সওয়াব কেবলমাত্র নেককার বান্দার জন্যেই কবুল হবে।

হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدنيا مزرعة الاخرة

অর্থাৎ দুনিয়া হচ্ছে আখিরাতের শষ্য ক্ষেত্র। এ হাদিস কে দলীল হিসেবে পেশ করে অনেকেই বলে থাকেন মানুষের মৃত্যুর কারণে তার সওয়াব লাভের সকল উপায় বন্ধ হয়ে যায়। এ কথা সত্য যে মানুষের মৃত্যুর কারণে তার আমল করার সুযোগ শেষ হয়ে যায় তবে একথার অর্থ এই নয় যে তার সওয়াব লাভের সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়। হাদিসের ভাষ্যমতে, দুনিয়া মানুষের জন্য শষ্যক্ষেত্র, প্রত্যেক মানুষকেই তার ক্ষেত্র আবাদ করতে হয়, তার নিজস্ব ভুমিতে সে যা রোপন করবে সে অনুযায়ী ফসল লাভ করবে। উপলব্ধি করার বিষয় হচ্ছে কৃষক তার ভুমি থেকে যে ফসল লাভ করে তা শুধুমাত্র তার পরিশ্রমের দ্বারা অর্জিত নয় বরং তার ক্ষমতার বাইরে আলো, বাতাস,

পানি দিয়ে কৃষকের রোপিত বীজকে গাছে পরিণত করে তাতে বেহিসাব শস্য দান করেছেন যেই স্বত্তা তিনি মহামহিম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। একইভাবে মানুষ তার সামর্থ্যের ভিত্তিতে আমল করে থাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার সে আমলকে বরকত দানের মাধ্যমে তাকে জান্নাতী করে তোলেন। মানবজীবন শস্যক্ষেত্রের মতো এখানে বান্দা যে নেক আমলের বীজ রোপন করবে সে অনুযায়ী ফসল পাবে। এই বীজ রোপন আর তার রক্ষনা বেক্ষনই হচ্ছে বান্দার প্রচেষ্টা আর আল্লাহ্ তায়ালা বলছেন তিনি তার বান্দার এ প্রচেষ্টাকে বিফল করেন না বরং তার এ কর্মফলকে শতগুন বৃদ্ধি করে দেন। যেমন আল্লাহ কারীম ইরশাদ করেন,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মতো,যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশত করে দানা থাকে। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ। [সূরা বাকারা :আয়াত-২৬১]

আমরা যদি নিজের আমলকেই সবকিছু মনে করি তাহলে আল্লাহর অনুগ্রহ এবং ইখতিয়ার কে অস্বীকার করা হবে। কোন মানুষই তার আমলের দ্বারা জান্নাত লাভ করতে পারতোনা যদি না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর দয়ায় বান্দার আমলকে কয়েক হাজার গুণ বরকত না দিতেন আর আমাদের গুনাহ সমূহকে ক্ষমা না করতেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বর্ণিত আছে, পূর্ববর্তী উম্মাতের মধ্যে একজন বুযুর্গ ছিলেন যিনি নিরবিচ্ছিন্নভাবে ৫০০ বছর পাহাড়ের চূড়ায় আল্লাহর ইবাদতে মশগুল ছিলেন, মৃত্যুর পরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার এ বান্দার ব্যাপারে ফিরিস্তাদের আদেশ করবেন আমার দয়ায় আমার এ বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। একথা শোনা মাত্র সে বুযুর্গের মনে খেয়াল আসবে আমি তো আল্লাহর দয়ায় জান্নাতে যাচ্ছি তবে আমার সেই ৫০০ বছরের আমল কোথায়? আল্লাহ পাক তখনই ফেরেস্তাদের ডেকে বলবেন, থামো। আমার বান্দার আমলের ওজন করো আর তার বিপরীতে তাকে আমি যে সমস্ত নেয়ামত দান করেছি তার ওজন করো। তখন ওজন করে দেখা যাবে ৫০০ বছরের ইবাদত একটি চোখের মূল্য আদায়ে খতম হয়ে গেছে। তার বেহেস্তে যাওয়ার জন্যে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবেনা। তিনি তার ভুল বুঝতে পেরে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তিনিই কৃষকের অনুপস্থিতিতে তার ফসলকে ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেন। ঠিক তেমনিভাবেন আমরা উম্মাতে মুহাম্মাদি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন আমাদের এ সংক্ষিপ্ত জীবনের আমল নিয়ে পরপারে চলে যাব তখন রাহমানুর রাহিম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের ছোট ছোট নেকিগুলো ঈসালে সওয়াবের দানে বরকতমন্ডিত করে তুলবেন। তিনিতো রাজাধিরাজ, যাকে যখন যেভাবে ইচ্ছা রহমত, বরকত, মাগফেরাত ও সাওয়াব দানে ধন্য করেন। এটাতো মহামহিম আল্লাহরই শান তিনি বেনিয়াজ। কেহই তার কর্মের তত্তাবধায়ক নয় বরং সবকিছুই তাহার মহান ইচ্ছাধীন।

ঈসালে সাওয়াব বিষয়ক ওজর-আপত্তিঃ

ঈসালে সাওয়াবের বিষয়ে সংকীর্ণমনারা কিছু ওজর-আপত্তি পেশ করার চেষ্টা করে থাকেন। যেমন,

* দিন-তারিখ নির্ধারণ করা বিদয়াত। কোন বিষয়ে দিন-তারিখ নির্ধারণ করা শরীয়তে নিষিদ্ধ কোন বিষয় নয়। দিন-তারিখ নির্ধারণ করে আমল করা নবীয়ে দোজাহা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি প্রিয় সুন্নাত। যেমন, নবীয়ে দোজাহা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সপ্তাহের সোমবার ও বৃহস্পতিবার কে নির্ধারণ করে ছিলেন রোযা রাখার জন্যে,শনিবার দিনকে পছন্দ করেছিলেন মসজিদে কুবায় যাওয়ার জন্যে,শুক্রবারকে উম্মাতের জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন দরুদ শরীফ পড়ার জন্যে, সূরা কাহাফ শরীফ পড়ার জন্যে। মৃত ব্যক্তির চেহলাম ও চল্লিশার দিন নির্ধারণের বিষয়টি সরাসরি হাদিস শরীফে নেই তবে এ ব্যাপারে কোথাও নিষেধ ও নেই । চেহলাম ও চল্লিশার দিন নির্ধারণের তাৎপর্য হচ্ছে, ইসলাম মৃত ব্যক্তির জন্যে তিনদিনের বেশী শোক পালন করতে নিষেধ করেছেন তাই ৪র্থ দিনে ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির মাগফিরাত কামনা করা হয়। একইভাবে ৪০তম সংখ্যাটি আম্বিয়াগণের (আ:) জীবনে বেশ প্রাধান্য পেয়েছে তাই একে বরকতময় মনে করে বুর্যুগাণে দ্বীন ৪০তম দিনে ইবাদতের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির মাগফিরাত কামনার অনুমতি দিয়েছেন। তবে বিষয়টি এমন নয় যে অবশ্যই এ দিনেই করতে হবে, আগে-পরে করা যাবেনা। এ

pdf By Syed Mostafa Sakib

দিনে না করলে গুনাহগার হবে বিষয়টি তেমন নয় তবে ইচ্ছাকৃত ফিতনা সৃষ্টির জন্য এর বিপরীত করাটা অন্যায়।

* দ্বিতীয় আর একটি আপত্তি হচ্ছে- মৃত্যুবার্ষিকী পালন, এক শ্রেণির ফিতনা প্রিয় মানুষ বলে বেড়ান ইসলামে বছরান্তে কোন কিছু করার অনুমতি নেই, সুতরাং মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা মারাত্মক বিদয়াত। হায় আফসোস! এ সকল মুসলমানের কাছে ইসলাম কত অপরিচিত একটি বিষয়, অথচ এরা এই ধর্মের নামেই ফিতনা ছড়াতে ব্যস্ত। তাদের দৃষ্টি আর্কষণ করে বলছি, ইসলামে রোযা, হজ্জের মতো মৌলিক ইবাদতগুলো বছরান্তেই করা হয়, বছর ঘুরে আসার আগে-পরে করার কোন অনুমতি ইসলাম দেয়নি। তাই বছরান্তে মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা কোন দোষনীয় বিষয় নয়। বরং মনে রাখার জন্যে এবং সংগঠিত হওয়ার জন্যে এটি উত্তম পন্থা মাত্র।

* তাদের আপত্তির তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, বিভিন্ন খতম (তাহলীল, খতমে খাজেগান) ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাসবীহ ও দোয়াগুলো গণনা করে পড়া বিদয়াত। তাসবীহ, দোয়া গণনা করা পবিত্র হাদিস পাক দ্বারা প্রমানিত। যেমন, নবীয়ে দোজাহা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিদিন ৭০বার ইস্তেগফার পড়তেন, ফাতেমা (রা:) উদ্দেশ্যে নবীয়ে দোজাহা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৩বার সুবহানাল্লাহ, ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়ার জন্যে। অন্য হাদিসে বলা হয়েছে, ৩ বার সূরা ইখলাস পড়লে এক খতম কোরআন আদায়ের সাওয়াব পাওয়া যাবে। সুতরাং গণনা করে তাসবীহ পড়া, খতম পড়া কোন অমূলক বিষয় নয়। কোন বিষয়কে

নিষিদ্ধ প্রমান করতে দলীল আবশ্যক কিন্তু কোন কিছুকে নির্দোষ প্রমান করার জন্য এটাই যথেষ্ট যে শরীয়ত বিষয়টিকে নিষিদ্ধ করেনি। একটি উদাহরণ দিচ্ছি, মনে করুন, আপনি যখনই নতুন কাপড় পড়েন তখনই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে দু'রাকাত নামায পড়েন। এ আমলটি এভাবে কোরআন-হাদিসে কোথাও নেই, তবে কি আপনি গুনাহগার হচ্ছেন?

নাহ্, এ বিষয়টি বরকতময় কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নতুন কাপড় পড়ে নামায পড়তে নিষেধ করেননি।

* তাদের দৃষ্টিতে চর্তুথ বিদয়াত, মৃত ব্যক্তির ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে খানা-পিনার আয়োজন করা। যারা এ বিষয়টি বিদয়াত বলেন সময়মতো তারাও এ বিদয়াত কাজটি করেন আর এমনও অনেকে আছেন যারা বিষয়টিকে কেবল একটি নিছক সামাজিকতা মনে করেন। মূল বিষয় হলো হাদিসে পাকে মানুষকে খাওয়ানো ইসলামের সৌন্দর্য হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আমাদের একটি ভুল ধারণা আছে শুধু মিসকিন খাওয়াতে হবে। কিন্তু এব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ অনেক ব্যাপক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ
فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

এবং যদি (উত্তরাধিকার সম্পদের) বন্টনকালে (মৃতের ওয়ারিশ নয় এমন) নিকটাত্মীয়, এতিম এবং মিসকিন উপস্থিত থাকে তবে তা থেকে কিছু অংশ তাদেরকে ও দাও এবং তাদের সাথে সদালাপ করো। [সূরা নিসা: আয়াত-৮]

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাই ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, ফকির-মিসকিন খাওয়ানো একটি বরকতময় আমল। এক্ষেত্রে গরিবদের প্রাধান্য দিতে হবে।

পরিশিষ্টঃ হযরত মুসা (আ) আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, ইয়া রাব্বুল ইজ্জত কিভাবে দোয়া করলে তুমি তা ফিরিয়ে দেবেনা। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন এমন জিহবা দিয়ে দোয়া করো যে জিহবা দিয়ে তুমি কোন গুনাহ করনি। যদিও সমস্ত নবীগণই মাসুম (নিষ্পাপ) তথাপি হযরত মুসা কালিমুল্লাহ (আঃ) আরজ করলেন, হে মা'বুদ আমার জিহবা তো গুনাহ জর্জরিত তবে কি আমার কোন ফরিয়াদই কবুল করা হবেনা। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, অন্যকে দিয়ে তোমার জন্যে দোয়া করাও (নিশ্চয়ই অন্যের জিহবা দিয়ে তুমি গুনাহ করনি)। সুবহানাল্লাহিল আযিম!

আল্লাহ পাক আমাদের কে সেই সৌভাগ্যবানদের মধ্যে কবুল করুন যাদেরকে মানুষ তাদের দোয়ায় স্মরণ করে আর সওয়াবে অর্ন্তভুক্ত করে। আমিন, বিহুরমাতি সাইয়্যিদিল মুরসালিন।

আমি আমার ক্ষুদ্রজ্ঞানে চেষ্টা করেছি "ঈসালে সাওয়াব" বিষয়ে সত্যকে তুলে ধরার। আমরা যারা ঈসালে সাওয়াব মানি আর যারা মানিনা সকলের ফয়সালা কিয়ামত দিবসের মালিক আল্লাহরই হাতে সোপর্দ। সকলের প্রতি অনুরোধ আমরা বাড়াবাড়ি করে ফিতনা সৃষ্টি করে ইসলামের সৌন্দর্যকে নষ্ট হতে দেবনা। পাক পরওয়ারদিগার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দরবারে মিনতি- হে আল্লাহ তুমি তোমার এ কমবখত বান্দার সমস্ত ভুল-ত্রুটিকে ক্ষমা করে এ বইটিকে পাঠকের জন্যে আলোকবর্তিকা হিসেবে কবুল করো মাওলা। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামীন, বিহুরমাতি সাইয়্যিদুল মুরসালিন।

কুরআনুল কারিমের খতম আদায় শেষে মুনাজাত

اِجْعَلْ اللّٰهُمَّ ثَوَابَ مَا قَرَأْنَاهُ، وَنُوْرَ مَا تَلَوْنَاهُ، هَدِيَّةً لِرُوْحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، ثُمَّ اِلٰى اَرْوَاحِ اٰبَائِهٖ وَاِخْوَانِهٖ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهٗ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ ، ثُمَّ اِلٰى اَرْوَاحِ الصَّحَابَةِ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ، ثُمَّ اِلٰى اَرْوَاحِ التَّابِعِيْنَ وَتَبْعِ التَّابِعِيْنَ وَعُلَمَائِنَا الْعَالَمِيْنَ وَالْقُرَّاءِ وَالْمُفَسِّرِيْنَ، ثُمَّ اِلٰى اَرْوَاحِ سَادَاتِنَا الصُّوْفِيِّيْنَ وَالْفُقَهَاءِ وَالْمُجْتَهِدِيْنَ وَالْمُحَدِّثِيْنَ وَالْمُوَرِّخِيْنَ، ثُمَّ اِلٰى اَرْوَاحِ كُلِّ وَلِيٍّ وَّوَلِيَّةٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى مَنْ مَشَارِقِ الْاَرْضِ وَمَغَارِبِهَا بَرِّهَا وَبَحْرِهَا اَيْنَمَا كَانُوْا وَكَانَ الْكَائِنُ وَحَلَّتْ اَرْوَاحُهُمْ يَا سَيِّدِنَا يَا اِلٰهَنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، ثُمَّ اِلٰى اَرْوَاحِ جَنَّةِ الْمُعَلّٰى وَجَنَّةِ الْبَقِيْعِ، ثُمَّ اِلٰى رَوَاحِ اٰبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا وَاَجْدَادِنَا وَجَدَّاتِنَا وَاَخْوَانِنَا وَاَخَوَاتِنَا وَاَعْمَامِنَا وَعَمَّاتِنَا وَقَبَائِلِنَا وَعَشَائِرِنَا وَاَسَاتِذَتِنَا وَشَيْخِنَا وَمَشَائِخِنَا وَاَحْبَابِنَا وَلِمَنْ لَّهٗ حَقٌّ عَلَيْنَا وَلِجَمِيْعِ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ كَافَّةً عَامَّةً مَنْ لَّهٗ زَائِرٌ وَّمَنْ لَّا زَائِرَ لَّهٗ، اَللّٰهُمَّ اجْبُرِ انْكِسَارَنَا وَاَقْبَلْ اِعْتِذَارَنَا وَاجْعَلْ كَلَامَنَا عِنْدَ انْتِهَاءِ اَجَالِنَا قَوْلَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ اَسْكِنَّا وَاِيَّاهُمْ بِفَسِيْحِ جَنَّتِكَ وَمَحَلِّ رِضْوَانِكَ وَدَارِ كَرَامَتِكَ يَا اِلٰهَنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

হে আল্লাহ্! আমরা যা পড়লাম তাঁর সাওয়াব এবং যা তেলাওয়াত করলাম তাঁর নূর, সাইয়েদুনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র রূপে উপহার হিসেবে গ্রহণ করুন। তারপর তাঁর বংশধর ও ভ্রাতৃপ্রতীম নবী-রাসূলগণের রূহসমূহে। তাদের ওপর আমার সালাত ও সালাম নিবেদন করছি। এরপর সকল সাহাবা, সিদ্দীকীন, শুহাদা ও সালেহীনের প্রতি। (আল্লাহ্ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)। এরপর তাবে'ঈন ও তাবঈ–তাবে'ঈনের এবং আমাদের কর্মশীল আলেম, কারী, মুফাসসিরগনের পক্ষে গ্রহণ করুন।

এর সওয়াব আমাদের সরদার সূফীগণ, ফকীহ্গণ, গবেষকগণ, মুহাদ্দিসগণ ও ইতিহাস প্রণেতাগণের রূহসমূহে তারপর সমগ্র বিশ্বের পূর্ব-পশ্চিম স্থলভাগ জলভাগের যেখানেই অবস্থান করুনঃ আল্লাহ্র সকল ওলী, নারী হোক পুরুষ হোক, তাদের রূহের প্রতি উপহার হিসেবে নিবেদন করছি। হে আল্লাহ্ হে আমাদের মাবুদ, হে জগতসমূহের প্রতিপালক! এরপর জান্নাতুল মুআল্লা ও জান্নাতুল বাকী মক্কা-মদীনার এই দুটি কবরস্থানের মধ্যে যে সকল মুমিন-মুমিনাত শেষ শয্যা গ্রহণ করেছেন তাদের প্রতি নিবেদিত।

এরপর আমাদের সকলের মাতা-পিতা, পিতামহ-মাতামহ, ভাই-বোন, চাচা-চাচী, বংশর, আত্মীয়-স্বজন গোত্রভূক্ত সকলের প্রতি এবং আমাদের উস্তাদ, পীর-বাজুর্গ, বন্ধু-বান্ধব সকলের প্রতি যাদের হক আছে এমনকি উম্মতে মুহাম্মদীর সকল সদস্যের প্রতি যাদের যিয়ারতকারী আছে আর যাদের যিয়ারতকারী নাই সকলের প্রতি এই উপহার গ্রহণ করুন।

হে আল্লাহ্! আমাদের মিনতি গ্রহণ করুন। আমাদের ওজর গ্রহণ করুন। আমাদের আয়ু শেষে সর্বশেষ বাক্য হিসেবে রাখবেনঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্।

হে মাবুদ! আমদেরকে বাস করতে দেবেন আপনার সুবিস্তৃত বেহেস্ততে, আপনার সন্তুষ্টির মহলে আপনার সম্মানীয় গৃহে, হে আমার মা'বুদ! হে জগতসমূহের অধিপতি প্রতিপালক।

pdf By Syed Mostafa Sakib